দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

96

জামালপুর সরকারী বালক বিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে

জামালপুর জেলায় সরকারী বালক বিদ্যালয় শতাব্দীকালের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ হিসাবে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয়, কয়েকজন শিক্ষকের ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ভর্তির সময় ফরম বিক্রয়ের নামে এবং ডিসেম্বর মাসের বার্ষিক পরীক্ষার সময় ছাত্রদের নিকট হইতে বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ফিস আদায় করা হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মতে টাকার অংক প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষাধিক। ইহাছাড়াও জানুয়ারী মাসে নতুন ছাত্র ভর্তির সময় বিভিন্ন খাতে মোটা অংকের টাকা রশিদ দিয়া আদায় করিয়া সরকারের ফান্ডে জমা না দিয়া অধিকাংশ অর্থই পকেটস্থ করা হয়। ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া বৎসরের যে কোন সময় ছাত্র ভর্তি করা হয়। এইরূপ অবৈধ ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের নিকট হইতে মোটা টাকা আদায় করা হয়। জানুয়ারী মাসের ভর্তি রেজিষ্টার ও ডিসেম্বর মাসের ভর্তি রেজিষ্টার খাতা তল্লাশি করিলেই তাহার উপযুক্ত প্রমাণ মিলিবে। একমাত্র ছাত্রদের মাসিক বেতনের টাকাই চালান মারফত সরকারী খাতে জমা হয়। অন্য আদায়কৃত টাকা উক্ত শিক্ষকরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নেন। গত ২৮শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের ছাত্রদের টিফিন ফান্ডের টাকা হইতে ২০ হাজার টাকা বিনা ভাউচারে ব্যাংক হইতে উঠাইয়া আত্মসাৎ করা হয় বলিয়া শুনা যায়। ৩/৪ বৎসর যাবৎ ছাত্রদের ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় না। অভিযোগ রহিয়াছে, এ বাবদ প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর আদায় করিয়া আত্মসাৎ করা হয়।

এদিকে বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না। পরিবর্তে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়াইতে ব্যস্ত থাকেন। আরও পরিতাপের বিষয় যাহা তাহা হইতেছে এই শিক্ষকরা, যেসব ছাত্র তাহাদের কাছে প্রাইভেট পড়ে তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করাইয়া দেন। ফলে এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। জামালপুর জেলা সরকারী বালক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে চলমান এইসব দুর্নীতি-অনিয়মের আশু প্রতিকারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিজানুর রহমান হেলাল,
নয়াপাড়া, পোঃ ও জেলা ঃ জামালপুর।